গীতাঞ্জলি নিবেদিত

অনিন্দিতা

প্রযোজনা · সংগীত · পরিচালনা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মানসাটা
রিলিজ

Tuesday.

গীতাঞ্জলী নিবেদিত

অনিন্দিতা

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

প্রযোজনা। সঙ্গীত। পরিচালনা ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

পঙ্কজ কুমার মল্লিক সুরারোপিত রবীন্দ্রনাথ রচিত—
"দিনের শেষে" গানটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
"কেমনে তরিব তারা" প্রাচীন ভক্তিমূলক গীত

গীত রচনা ঃ মুকুল দত্ত॥ চিত্রশিল্পী ঃ দিলীপ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়॥ সম্পাদনা ঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়॥ শিল্পনির্দেশনা ঃ রবি চট্টোপাধ্যায়॥ সংলাপ ও পরিচালনায় প্রধান সহকারী ঃ প্রবীর রায়॥ শব্দগ্রহণ ঃ নৃপেন পাল, বাণী দত্ত, সোমেন চট্টোপাধ্যায়॥ বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ ঃ রবীন সেনগুপ্ত, প্রবীর মিত্র॥ যন্ত্রসংগীত ব্যবস্থাপনা ঃ অমর দত্ত (টোপাদা)॥ সংগীত গ্রহণ ঃ কৌশিক (ফিল্ম সেণ্টার, বম্বে), মিনু কাত্‌রাক (বম্বে), সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর ঘোষ॥ শব্দ পুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ প্রধান কর্মসচিব ঃ ক্ষিতীশ আচার্য্য॥ তত্ত্বাবধানে ঃ পরিমল সেন ও অজিত চট্টোপাধ্যায়॥ রূপসজ্জা ঃ হাসান জামান॥ সাজসজ্জা ঃ কেদার শর্ম্মা ব্যবস্থাপনা ঃ তিলক দাশগুপ্ত॥ জনসংযোজনা ঃ মোহিত ব্যানার্জী। পটশিল্পী ঃ রামচন্দ্র সিণ্ডে
স্থিরচিত্র ঃ এডনা লরেঞ্জ॥ পরিচয় লিপি ঃ সুধাময় দাশগুপ্ত॥
সহকারী পরিচালক ঃ বিনু বর্ধন ও দেবপ্রসাদ সেন

অন্যান্য সহকারীবৃন্দ ঃ

সংগীত ঃ সমরেশ রায়, অমল মুখোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়॥ রূপসজ্জা ঃ অনুপ গাঙ্গুলী॥ চিত্রগ্রহণ ঃ গৌর কর্মকার, দেবেন দে॥ সম্পাদনা ঃ শক্তিপদ রায়, অনিল দাস॥ শব্দগ্রহণ ঃ অনিল নন্দন, ইন্দু অধিকারী, কেষ্ট হালদার, সুশীল সেন, অনিল দাশগুপ্ত॥ সংগীতগ্রহণ ঃ মবলঙ্কার, ধানশালি, জ্যোতি চ্যাটার্জী, বলরাম বারুই॥ শিল্পনির্দেশনা ঃ সুরেশ চন্দ, সুরথ দাস ব্যবস্থাপনা ঃ জগদীশ পাণ্ডে॥ চিত্র পরিস্ফুটনে ঃ অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জী। আলোক সম্পাতে ঃ হরেন, সতীশ, দুখীরাম, কেষ্ট, ব্রজেন, মঙ্গল, সুধীর, অভিমন্যু, অবনী, সুদর্শন, দিলীপ, অনিল, সোনিয়া ও প্রভাস।

নেপথ্যকণ্ঠে ঃ

লতা মংগেশকর, কিশোরকুমার, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
খোকন মুখার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, সুজিত দাস ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এন, টি, ষ্টুডিও নং ১, ক্যালক্যাটা মুভিটোন ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে চিত্রগৃহীত
আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে চিত্রপরিস্ফুটিত।
ওয়েস্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে পার্শ্বসংগীত গৃহীত এবং শব্দপুনর্যোজিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রী পঙ্কজকুমার মল্লিক

শ্রীমতী আশালতা চ্যাটার্জী, ওয়েষ্টার্ণ টকীজ— রামপুরহাট, হেরম্ব কাহালী, সুনীল দাশগুপ্ত, ধ্রুব সেন, ধ্বজাধারী মণ্ডল (কড়ে বেলিয়া), হর্ষদ ভালিয়া, পঞ্চানন মণ্ডল, ভবানী মুখার্জী, ভূপতি চৌধুরী, প্রিয় গুহ, সনৎ মুখার্জী, অজয় বসু এবং বীরভুম জেলার জনসাধারণ

পরিবেশনা ঃ মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স।

কাহিনী

বাংলাদেশের যে কোন আধা-শহুরে জায়গার মতো পীরগঞ্জেরও জীবনযাত্রা স্বভাবতঃ নিস্তরঙ্গ থাকে। সপ্তাহের দুটো দিন, মঙ্গল ও শনিবার পীরগঞ্জ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গাড়িতে, রিক্সায়, গরুর গাড়িতে পায়ে হেঁটে দলে দলে লোক আসে। উদ্দেশ্য পীরকালীর দর্শন লাভ। কে জানে কত বছর আগে, এক পীরসাহেব এখানে আস্তানা গেড়ে, কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ পীরকালীর খ্যাতি দিকে দিকে বিস্তারলাভ করেছে। মন্দিরের ভৈরবী পূজারিণীও জনসাধারণের চোখে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা।

সত্যি কথা বলতে কি, লোকে ভৈরবীকে কিছুটা ভয়ের চোখেই দেখে। ভয় নেই শুধু একজনের —সে ভারতী। সম্ভবতঃ ভৈরবীর তরফ থেকেও স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে থাকে ভারতী, যে কারণে কথায় কথায় ভৈরবীর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতেও বাধেনা তার। ঘরে পঙ্গু স্বামী, মুখরা ননদিনী— এই নিয়ে ভারতীর সংসার। সুখের লেশমাত্র নেই — যুবতী নারীর সমস্ত আকাঙ্খার থেকে বঞ্চিতা— অথচ ভারতী চপলা, প্রাণচঞ্চলা, সর্বক্ষণ হাসির ফোয়ারায় মাতোয়ারা।

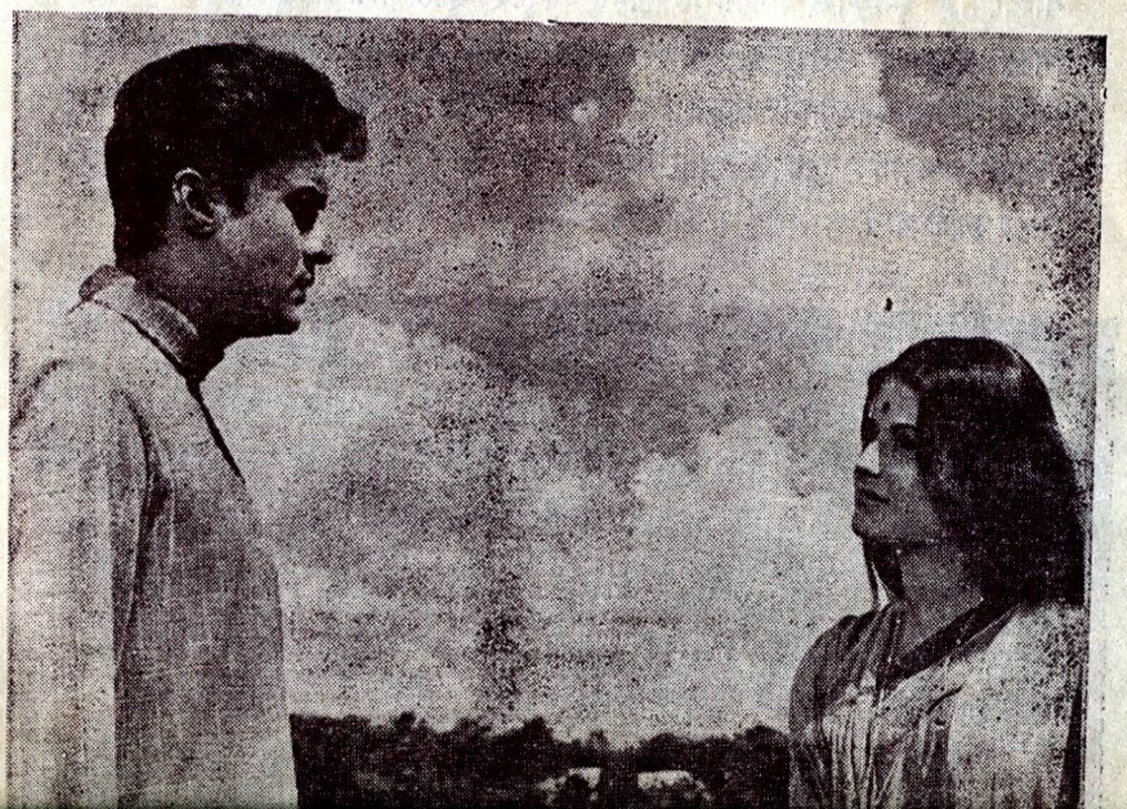

মাঝে মাঝে পুরান কথা মনে পড়ে যায়। পদ্মাপারে দেশ। ছোট থাকতেই মা মারা গেছেন। তার পরেই বাবা। দূরসম্পর্কীয় দাদার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হতে হয়েছে। পদে পদে বৌদির লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেও অবিচল ছিল ভারতী। এমন সময় আশার আলো দেখালো লতিকাদি। লতিকা তার দেবর বিরামের জন্য ভারতীকে পছন্দ করে গেলো। কিন্তু বিরাম অর্ধ শিক্ষিত মেয়েটিকে স্বীকার করলো না। ভারতীর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো। বৌদির প্ররোচনায় পীরগঞ্জের ভোলার সঙ্গেই বিয়ে হলো ভারতীর। ভোলা অসুস্থ, পঙ্গু।

ভারতী সব কিছুই মানিয়ে নিয়েছিল। হঠাৎ আবির্ভাব হলো গ্রামের জমিদারের। তিনি পীরকালীর জঙ্গল কেটে সেখানে একটা কারখানা খুলতে চান। ভারতী প্রতিবাদ করতে এগিয়ে গেলো। জানলো— এই, সেই বিরাম— লতিকাদির দেবর। বিরাম ভারতীর প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যখন সে জানতে পারে, এই সেই মেয়ে, যাকে একদিন সে অস্বীকার করেছিলো, তার মনে হল ভারতীর বর্ত্তমান দূরবস্থার জন্যে সেই দায়ী। বিরাম ভারতীকে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে অঙ্গীকার করে। বিরাম ও ভারতীর মেলা-মেশা সারা গ্রামে আলোড়নের সৃষ্টি করে। নানা কথা কানে আসে। ঘরে বাইরে সর্বত্র এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ভারতী বিরামের সঙ্গে চলে যাবে স্থির করে।

এই সময়েই ভোলা নিদারুণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভারতী সাহায্যের আকুতি নিয়ে বিরামের কাছে ছুটে যায়। বিরাম ডাক্তার নিয়ে আসে। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান যে, ভোলার রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। বিরাম বুঝতে পারে ভারতী তার কর্ত্তব্য ছেড়ে কখনোই যেতে পারবে না। সে ভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

সংগীত

(১)

ওরে মন পাখি
কেন ডাকাডাকি
তুই থাকনারে
গোপনে

তোর উড়তে আছে
মানারে বন্ধু
এই খোলা আসমানে।

উড়তে মানা আকাশে তোর
বসতে মানা ডালে
বাসা বাঁধিতেও মানা
কি আছে কপালে!

বলি, ঝড়ে হারাতে তো
মানা নাই?

চোখের জল ফেলতে মানা
মুখের কথাও ভাবতে মানা
মরিতে তো মানা নাই?

ভাসতে মানা অকূলে তোর
ডুবতে মানা জলে
কুল ভাঙিতেও মানা
কি আছে কপালে
বলি, স্রোতে হারাতে তো
মানা নাই?

(২)

ওগো নিরুপমা
করিও ক্ষমা
তোমাকে আমার ঘরণী করিতে
আমার মনের দোসর করিতে
পারিলাম না।
হয়তো তোমার অনেক কিছুই আছে
তবু নেই দাম তার
কোনই আমার কাছে।
আমার এ পথ তোমার পথের সাথে
মিলবেনা জেনো কিছুতেই
লতার মতই জড়িয়ে রয়েছ গাছে
বুঝি ফুল ফোটাবার সময় এসেছে কাছে।
এমন মধুর ভাঙ্গনা
আমি কোনদিন
ভুলবোনা জেনো কিছুতেই।

(৩)

(কমেডি ডুয়েট গান)

বল মাগো দোষ দেব কারে
এই টংএর মাথায় চড়িয়ে শেষে
নামার সিঁড়ি নিলো কেড়ে।
এত কাল খেলিয়ে শেষে একি রঙ্গ দেখালি মা
এখন কারো গলায় বর মালা
মোদের ফাঁসের দড়ি গলায় ওরে।
ভেবে ছিলাম মানে মানে কেটে গেল বুঝি ফাঁড়া
এখন আমাদেরি মাথায় শেষে পড়ল সর্বনাশের খাঁড়া
জীবনের রঙ্গমঞ্চে কেউ বা জেতে কেউবা হারে
যবনিকা পড়লো যখন মোরাও জীবন রাখবো নারে।
দেশের কত কাজ রয়েছে এখন মরা চলবে নারে।

(৪)

দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলালোরে ভুলালো মোর প্রাণ
ও পারেতে সোনার কূলে
আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেলো কাজ ভুলানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ
যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়
তাদের পানে ভাঁটার টানে
যাবোরে আজ ঘরছাড়া
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিন শেষের শেষ খেয়ায়
ওরে আয়।
সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে
ওপার হতে একটানা
একটি ডুটি যায় যে তরী ভেসে
কেমন করে চিনবো ওরে
ওদের মাঝে কোনখানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
ঘরেই যারা যাবার
তারা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে
ঘরেও নহে পারেও নহে
যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বাহার নেইকো যাহার
ফসল যাহার ফললো না
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়
দিনের আলো যার ফুরালো
সাঁঝের আলো জ্বললো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিন শেষের শেষ খেয়ায়
ওরে আয়।

(৫)

কেমনে তরিব তারা
ভাবি তাই দিন রজনী
কাল হয়ে কাল ভুজঙ্গ
আসিতেছে ধরি ফণী।
সতত কালেরি চিন্তা
কি রূপেতে প্রাণহন্তা মা
করিবে মা সেই নিয়ন্তা
অন্তে বলে দে জননী।
কটাক্ষে মা কৃপা করি
ভবসিন্ধু পার করি
লহ মা কৈলাশপুরী
সেবিব চরণ দুখানি।

(৬)

চল অভাজন মায়ের চরণে—
ওরে যার যত দুঃখ আছে,
যাতনা যন্ত্রণা আছে,
যত ব্যথার বোঝা নিয়ে
চল অভাজন মায়ের চরণে।
মায়ের প্রতিষ্ঠা করে স্বপ্ন দেখে,
করে কোন পীর মহাজন
এই ভবতারিণীর মাথার পরে আকাশ ছাড়া
নাই ওরে নাই কোন আচ্ছাদন ;
সবার চোখের জলের কথা চল নিয়ে
চল দেয়াশিলী মায়ের শরণে।
তোর সুখের কাঁটা যে হ'য়েছে,
দুঃখ যেন দিস্‌না বন্ধু তারে—
এক দুঃখ হাজার হ'য়ে তোরই কাছে
আবার দেখি আসবে বন্ধু ফিরে
তার চেয়ে তোর দুঃখের বোঝা নিয়েরে তুই
আয় চ'লে আয় মায়ের শরণে।

চরিত্র চিত্রণে

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় * মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়
দীপ্তি রায়, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে, অপর্ণা দেবী,
আশা দেবী, গীতা প্রধান, শনমানী পাল, কুমারী মানা
কুমারী সনকা, মাস্টার শৈবাল গাঙ্গুলী
মৃণাল মুখার্জী, অরুণ মুখার্জী, সত্য ব্যানার্জী, অজিত চ্যাটার্জী,
রবীন ব্যানার্জী, হরিধন মুখার্জী, মণি শ্রীমানী, মুরারী বাবু,
নুকরে, অনুসূয়া, সুজিত দাস, খোকন মুখার্জী, অরুণশঙ্কর,
পরিতোষ চৌধুরী, শান্তি চ্যাটার্জী, ডক্টর চন্দ
অতিথি শিল্পী : হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়।